চীনের সবুজ সাথী

তোংতোং ও তার বেড়াল



প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭

অনুবাদ : লিউ আইহাও

প্রকাশনা : ডলফিন প্রকাশন
২৪, পাইওয়ানচুয়াং, পেইচিং

পরিবেশনা : চীন আন্তর্জাতিক পুস্তক বাণিজ্য কর্পোরেশন
(কুওচি শুতিয়ান), পোস্ট বক্স ৩৯৯, পেইচিং, চীন

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত

তোংতোং ও তার বেড়াল

লেখা : স্যু সিংহুয়া
রেখা : ইউয়ান সিয়াওমিন



ডলফিন প্রকাশন, পেইচিং

তোংতোং-এর একটি বেড়াল আছে।
তার সঙ্গে তোংতোং-এর খুব ভাব।



একদিন , টুলের ওপর দাঁড়িয়ে তোংতোং
বিস্কুটের টিন পাড়তে গেল।



এই যাঃ! হাতের ধাক্কায় ফুলদানিটা মেঝেয় পড়ে খান খান হয়ে গেল। বেড়ালটা চমকে উঠে ম্যাও-ম্যাও করে ডাকতে লাগলো।



মেঝোতে ভাঙ্গা ফুলদানির অবস্থা দেখে
তোংতোং-এর খুব ভয় হলো।



তোংতাং-এর মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ভেঙ্গেছে ফুলদানি?"





মাথা নীচু করে তোংতোং বললো,
"উঁ. . . ওই বেড়ালটা ভেঙ্গেছে!"



বেড়ালের ঘাড় ধরে তুলে মা চাইলেন
তাকে ঘর থেকে বিদায় করতে।

মা বেড়ালকে একটি ঝুড়িতে রাখলে সে
ম্যাও-ম্যাও করে চীৎকার করতে লাগলো।



তোংতোং দৌড়ে এসে মার কোলে মুখ গুঁজে
স্বীকার করলো তারই দোষে ফুলদানিটা ভেঙ্গেছে।





বেড়ালকে ছেড়ে দিয়ে মা তোংতোংকে বললেন
সে যেন আর কখনো মিছে কথা না বলে।





একদিন, মাছ চুরি করে খেতে গিয়ে বেড়াল
একটি বাটি ভেঙ্গে ফেলল।

বেড়ালটি কিন্তু একটুও ভয় পেল না।



এখন কী উপায় ? মা নিশ্চয়ই এবার বেড়ালকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। তোংতোং ঘাবড়ে গেল।



সে মাকে বললো, "বেড়ালকে দোষ দিও না, মা। বাটিটা আমিই ভেঙ্গেছি!"



মা একবার তোংতোং-এর দিকে তাকিয়ে পরে বেড়ালের দিকে চাইলেন। যেন তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, "তুমিই বলো কী করা উচিত?"



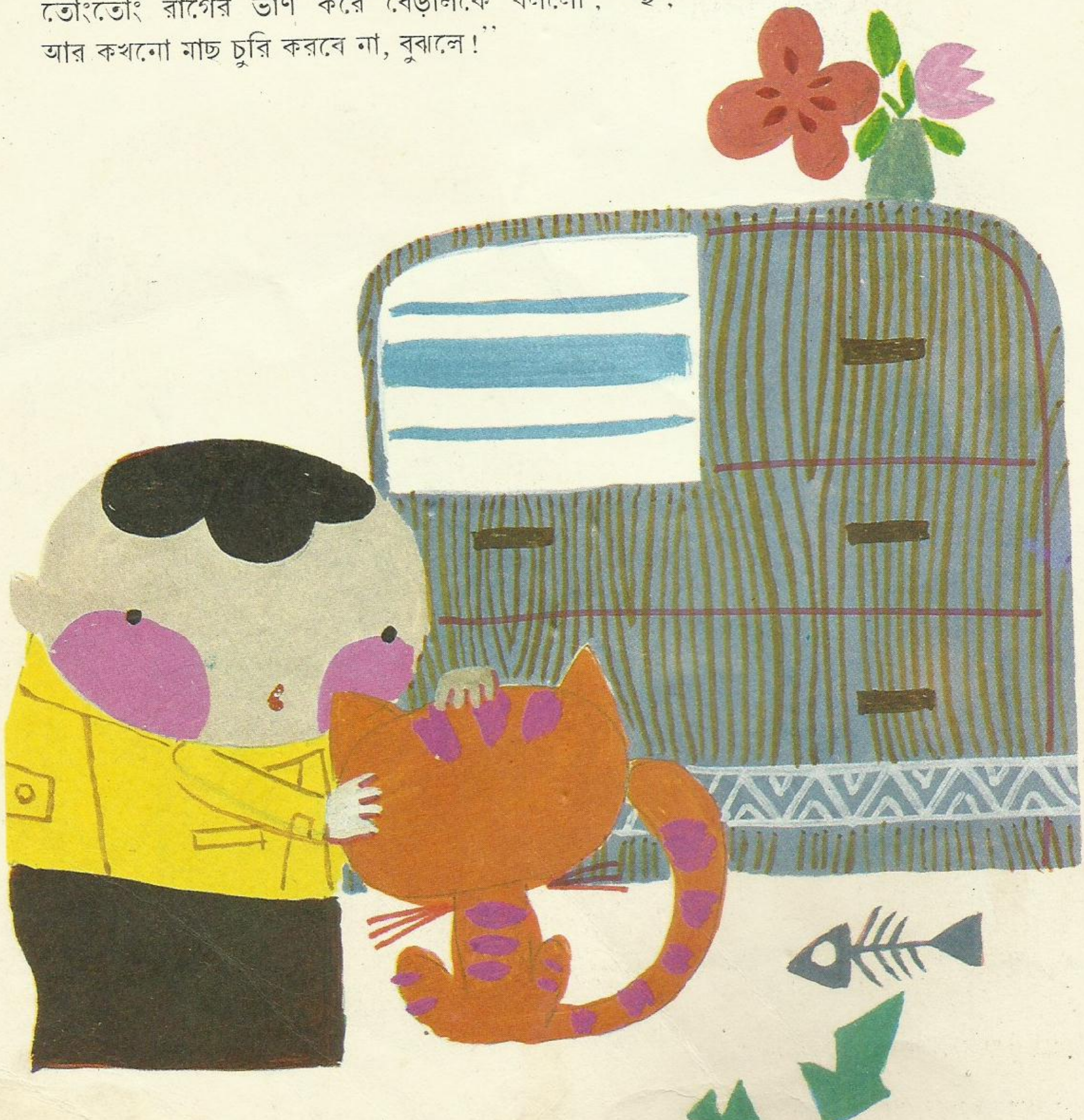
বেড়ালকে কোলে নিয়ে তোংতোং বললো, "ওকে তাড়িয়ে দিও না..."





বেড়ালের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন , ‘‘দেখি ও লক্ষ্মীছেলের মতো নিজের দোষ স্বীকার করে কিনা !’’

তোংতোং রাগের ভাণ করে বেড়ালকে বললো, "হুঁ, আর কখনো মাছ চুরি করবে না, বুঝলে!"



মা স্নেহের সুরে বললেন, "যে কখনো মিছে কথা বলে না
সে খুব ভালো ছেলে।"





চীনের সবুজ সাথী গ্রন্থমালা

冬冬和小花猫

徐兴华　文

原小民　画

*

海豚出版社出版

（中国北京百万庄路24号）

天津静一胶印厂印刷

中国国际图书贸易总公司

（中国国际书店）发行

北京399信箱

1987年（20开）第一版

编号：（孟）8482—37

00155

88—Be—324P